দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14.NOV 1986 … …
পৃষ্ঠা… … …৮…কলাম…৩… …

074

# শিক্ষাঙ্গন

## প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রসঙ্গে

এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে একেবারেই নাজুক। এই নাজুক অবস্থা চলতে থাকলে এদেশ থেকে সু-শিক্ষা একেবারে বিলীন হয়ে যাবে এটা নির্মম সত্য। কারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে উচ্চশিক্ষার বীজতলা আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ফসলের ক্ষেত বা বাড়ন্ত গাছ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে আমাদের ফসল অর্থাৎ ফুল ও ফল। শিক্ষার এ বীজতলা তৈরী করেন প্রাথমিক শিক্ষকগণ। বীজতলা থেকে তৈরী চারাই এক সময় পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়ে আমাদের উপহার দেয় ফুল ও ফলে।

কিন্তু বীজতলাতেই যদি চারাটি দুর্বল থেকে যায়, তাহলে তা থেকে যেমন ভাল ফসল আশা করা যায় না, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা নামক বীজতলাতে শিক্ষার্থী নামের চারাগুলো যদি দুর্বল থেকে যায়; তাহলে তাদের কাছ থেকেও দেশবাসী ভাল ফসল আশা করতে পারেন না। সবল শিশু চারা তৈরী করতে হলে শিক্ষা নামের চাষের জন্য বীজতলাতে ভালচাষের প্রয়োজন। ভাল চাষের জন্য বীজতলার উন্নয়ন অপরিহার্য। অথচ এ দেশের বিশেষ করে পল্লীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার ফলে দিন দিন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। অনেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়সমূহে প্রায়ই শিক্ষকরা যথারীতি উপস্থিত থাকেন না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নির্ধারিত সময়ের পরে স্কুলে উপস্থিত হয়ে থাকেন। এ ছাড়া কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ২/১ ঘন্টা ক্লাস করে মর্জিমাফিক নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে থাকেন। এ কারণে পল্লী এলাকার অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শিক্ষার্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন না। পল্লীর অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নড়বড়ে ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। যেকোন সময় দুর্ঘটনার আশংকা রয়েছে।

পল্লীর অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার কাজ না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে ক্লাস করতে হয়। এসব সমস্যা ছাড়াও অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ, ডাস্টার ও ব্লাকবোর্ডের অভাব রয়েছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে আলমারীর অভাবে অফিসের কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায়। অনেক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিশুদ্ধ পানির অভাবে সীমাহীন কষ্ট ভোগ করে। অনেক বিদ্যালয়ে পায়খানা-প্রস্রাব করার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে, শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী সকলেরই চরম অসুবিধা ভোগ করতে হয়। দেশের পল্লী অঞ্চলের প্রাথমিক এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক সাফল্য আশা করা যায় না।

—মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া
গ্রাম ঃ মাধখলা, হোসেনপুর
কিশোরগঞ্জ